বাংলা বানান রীতি

❈ বাংলা বানান রীতি

বাংলা বানানের ভিনড়ব ভিনড়ব রীতি ও বিভ্রাট দূর করে পরিশীলিত নিয়মতান্ত্রিক ও অভিনড়ব বানান রীতি চালু করার লক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৩৬ সালে বাংলা বানানের নিয়ম প্রবর্তন করে। কিন্তু নানামূখী জটিলতার কারণে তাদের সে লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। আশির দশকে *জাতীয় শিক্ষাক্র ম ও পাঠ্যসূচি প্রনয়ন কমিটি এ লক্ষ্যে একটি সুপারিশ* প্রদান করেন। কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৪ সালে একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠিত হয়। এ কমিটি সব মহলে অভিনড়ব বানান রীতি অনুসরনের জন্য বেশ কিছু নীতি প্রণয়ন করেন। সে সুপারিশ মালাই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক সত্মরের পাঠ্যপুসত্মক সমূহে অনুসৃত হচ্ছে। পরবর্তীতে সর্বসত্মরে অভিনড়ব বানান রীতি প্রচলনের জন্য বাংলা একাডেমী ভাষাবিদ ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করে ১৯৯৪ সালে 'প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম' প্রণয়ন করে।
নিচে উপরোক্ত দুটি বাংলা বানানের রীতির গুরুত্বপূর্ণ দিক গুলো নিয়ে আলোচনা করা হল –

নিম্নে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুসত্মক বোর্ডের বানান রীতি (আংশিক) আলোচনা করা হল-

১। পাঠ্যপুস্তকে লেখক ও কবির নামের বানান তাঁরা নিজে যেভাবে লিখেছেন বা লিখেন তা অক্ষুনড়ব রাখা হবে।

২। বানানে ব্যঞ্জনবর্ণ যথাযথ এবং সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করতে হবে। তবে কয়েকটি যুক্তবর্ণের চিত্র যেমনভাবে প্রচলিত আছে তেমনি রাখা বাঞ্ছনীয়।

৩। সংস্কৃত শব্দ ছাড়া কোন ক্ষেত্রে 'ণত্ব' বিধান এবং 'ষত্ব' বিধানের নিয়ম পালন করা হবে না এবং বিদেশী শব্দের বানানে 'র' ও 'ষ' এর পরে 'ন' হবে। যেমন- ইরানি, জার্মানি, বদরুন ইত্যাদি।

৪। তদ্ভব শব্দের মূলের কাছকাছি বানান ব্যবহার করা হবে। যেমনরানী।

৫। স্ত্রীবাচক শব্দের শেষ বর্ণে প্রয়োজনবোধে ঈ (ী) কার হবে। যেমনমুরগী, গাভী, হরিণী।

৬। বিশেষণবাচক 'আলি' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই কার হবে। যেমনরূপালি, সোনালি।

৭। পদাশ্রিত নির্দেশ টি তেই ()) কার হবে। যেমন- বইটি, পাখি।

৮। অক্ষয়, ক্ষেত, ক্ষেত্র ইত্যাদি বানানে বানানের মূল অবয়বে 'ক্ষ' হবে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৯। ইসলাম ধর্মীয় শব্দের বেলায় আরবি জিমের জন্য জ (যেমন-জুম্মা, মসজিদ) এবং যোয়াদ ও যোয়া-র ক্ষেত্রে য (যেমন- আযান, ওযু,রমযান, নামায, রোযা, যাকাত, হযরত) ব্যবহার করা হবে। অন্যত্র আরবি, ফারসি শব্দের ক্ষেত্রে তদ্ভব রীতি অনুযায়ী বাংলা বানান লেখা হবে। যেমন- (জাদু, জাদুঘর, জমি, জাদুকর)

১০। কুরআন শব্দের বানান বিভিনড়ব রকম না লিখে 'কুরআন' লেখা হবে।

১১। পাঠ্যপুসত্মক সর্বত্র মুহম্মদ (সাঃ) এর নামের সঙ্গে প্র ম বন্ধনী দিয়ে শ্রদ্ধাসূচক (সাঃ) লেখা হবে। এ ছাড়া ধর্মীয় অনুভূতির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিবর্গের নামের শেষে সম্মানসূচক (আঃ) অথবা (রাঃ) লেখা হবে।

১২। বিদেশী শব্দের শেষে ই ()) অথবা ঈ (ী) থাকলে ই (ই) কার হবে। যেমন- জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি ইত্যাদি।

১৩। ভাষা ও জাতির নামের শেষে ই (ি) অথবা (ী) থাকলে সর্বত্র ই (ি) কার হবে। যেমন- জাপানি, তুর্কি, ফরাসি, জার্মানি, ইংরেজি ইত্যাদি।

১৪। ইংরেজি S স্থলে স হবে। ইংরেজি শব্দের শেষে CEAN, TION, SSION প্রভৃতি অংশ যদি 'শন'-এর মতো উচ্চারিত হয় তবে বাংলা বানান 'শ' দিয়ে লিখতে হবে। যেমন- ইনস্টিটিশন, ওশান, সেশন ইত্যাদি। তেমনি Police শব্দ পুলিশ রূপে লেখা হয়।

১৫। *বাক্য অনুষঙ্গে ক্রিয়ার কাল নির্দেশের জন্য* বানান প্রয়োজনমতো উচ্চারিতভিত্তিক হবে। যেমন- তুমি দেখ (অনুজ্ঞাবাচক বর্তমান), তুমি দেখো (অনুজ্ঞাবাচক ভবিষ্যৎ)।

১৬। সাধারণত জিজ্ঞাসা অর্থে 'কি' শব্দে ই ()) কার হবে। তবে, সর্বনাম পদে বস্তু বা বিষয় বুঝাতে প্রয়োজনমতো কী-ঈ (ী) কার ব্যবহার করা হবে। যেমন- তুমি কি করছ (জিজ্ঞাসাবাচক), তুমি কী খাচ্ছ? (বসত্মবাচক সর্বনাম)।

১৭। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে উ (ু) অথবা ঊ (ূ) কার যুক্ত হলে এই স্বরবর্ণটি নিচে বসবে। যেমন- শু, গু, রু, সু ইত্যাদি।

১৮। বেশী, তৈরী, দেরী এসব শব্দের বানানে ই ()) কার ব্যবহার হবে।

১৯। সংস্কৃত শব্দের প্রাকৃত অথবা বাংলা রূপে ঈ (ী) কার স্থলে ই (ি) কার ব্যবহার করতে হবে। যেমন- পাখি, বাড়ি, হাতি ইত্যাদি।

২০। রেফের পরে দ্বিত্ববর্ণ বর্জন করতে হবে। যেমন- কর্ম, ধর্ম, চর্ম ইত্যাদি।

২৪। পাঠ্যপুস্তকে কোন লেখক এবং কবির রচনা সংকলনের সময় সে রচনায় বানানের ক্ষেত্রে উ*লে*খিত নীতিমালা প্রযুক্ত হবে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

✯ নিম্নে বাংলা একাডেমী প্রণীত বাংলা বানানের রীতি (আংশিক) উল্লেখ করা হলঃ-

✵ তৎসম শব্দ

✵ তৎসম অর্থাৎ বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত অবিকৃত সংস্কৃত শব্দের বানান যথাযথ ও অপরিবর্তিত থাকবে। যেমন- চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি। তবে যে সব শব্দে ই, ঈ, বা উ, ঊ উভয়ই শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবর ই বা উ এবং কার চিহ্ন ,,ু ব্যবহৃত হবে। যেমন- পদবি, সুচিপত্র।

✵ তৎসম শব্দে ক, খ, গ, ঘ পরে থাকরে পদের অন্তস্থিত ম স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমন- অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, বিকল্পে ঙ লেখা যাবে।

✯ অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দ

✵ ই, ঈ, উ, ঊঃ সকল অ তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং কার চিহ্ন ,,ু ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। যেমন- গাড়ি, চুরি, বাড়ি, আরবি, ইংরেজী, সরকারি, পাগলি, কুমির, নানি, দাদি, মামি, নিচে, মুলা, উনিশ। অনরূপ ভাবে 'আলি'

প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন- খেয়ালি, বর্ণালি, সোনালি।

✵ মূর্ধান্য ণ, দন্ত্য নঃ তৎসম শব্দের বানানে ণ ও ন-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এছাড়া তদ্ভব, দেশী, বিদেশী, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব বিধি মানা হবে না। অর্থাৎ 'ণ' ব্যবহার করা হবে না।

যেমন- অঘ্রান, ইরান, গুনতি, ঝরনা, ধরন, হর্ন।

✵ ক্ষঃ ক্ষীর, ক্ষুর ও ক্ষেত শব্দ খির, খুর ও খেত না লিখে সংস্কৃত মূল অনুসরণে ক্ষীর ও ক্ষেত-ই লেখা হবে। তবে অ-তৎসম শব্দ খুদ, খুদে, খেপা, খিধে ইত্যাদি লেখা হয়।

✵ শ, ষ, সঃ তৎসম শব্দের বানানে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে ষত্ব বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশী মূল শব্দে শ, স-য়ের যে প্রতিষঙ্গী বর্ণ বা ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই

ব্যবহার করতে হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্র স হবে। যেমন- স্টল, স্টেশন। আরবিফারসি শব্দে 'সে', 'সিন' 'সোয়াদ' বর্ণ গুলোর প্রতিবর্ণরূপে স এবং 'শিন' এর প্রতিবর্ণরূপে 'শ' ব্যবহৃত হবে। ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী s বর্ণ বা ধ্বনির জন্য 'স' sh, sion, ssion, tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছে বা ধ্বনির জন্য 'শ' ব্যবহৃত হবে।

✵ জ, য- বাংলায় প্রচলিত বিদেশী শব্দ সাধারণত বাংলা ভাষার ধ্বনি পদ্ধতি অনুযায়ী লিখতে হবে। যেমন- কাগজ, জাহাজ, হাসপাতাল, *পুলিশ, হাজার, বাজার। কিন্তু ইসলা ধর্ম সংক্রান্ত* কয়েকটি বিশেষ শব্দে য ব্যবহৃত হওয়া সঙ্গত। যেমন-আযান, ওযু, কাযা, নামায, মুয়াযযিন, যোহর, রমযান।

✵ আনো প্রত্যায়ান্ত শব্দঃ আনো প্রত্যায়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন- করানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

❖ বিদেশী শব্দ ও যুক্ত বর্ণঃ বাংলায় বিদেশী শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশিষ্টস্ন করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। যেমন স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিং।

❖ নাই, নেই, না, নি, এই নঞর্থক অব্যয় পদগুলো শব্দের শেষে যুক্ত না হয়ে পৃক থাকবে। যেমন- বসে নাই, যায় নি, পাব না।

❖ উদ্ধৃতি মূলে যেমন আছে ঠিক তেমনি লিখতে হবে। কোনো পুরাতন রচনায় যদি বানান বর্তমান নিয়মের অনুরূপ হয়, উক্ত রচনার বানানই যথাযথ ভাবে উদ্ধৃত করতে হবে।

✳পুরুষ ও স্ত্রী বাচক শব্দ

বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্যপদ আছে যাদের কোনটিতে পুরুষ ও কোনটিতে স্ত্রী বোঝায়, যে শব্দ দ্বারা পুরুষ বোঝায় তাকে পুরুষ বাচক শব্দ আর যে শব্দ দ্বারা স্ত্রী বোঝায় তাকে স্ত্রী বাচক শব্দ বলে।

✳ খাঁটি বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ দু'প্রকার।

১. পতি ও পতড়বীবাচক অর্থে। যেমনঃ মা-বাবা, চাচা-চাচী।

২. পুরুষ ও স্ত্রীজাতীয় অর্থে। যেমনঃ বালক-বালিকা, ছেলে মেয়ে।

❖ **নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দঃ** কতগুলো শব্দ আছে যাদের কোন পুরুষ বাচক শব্দ নেই তাদের নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দ বলে। যেমনঃ সতীন, সৎমা, দাই, সধবা, এয়ো, শাঁকচুনড়বী ইত্যাদি।

❖ **নিত্য পুরুষ বাচক শব্দঃ** বাংলা ভাষায় এমন কতগুলো পুরুষ বাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় যাদের স্ত্রী বাচক নেই তাদের নিত্য পুরুষ বাচক শব্দ বলে। যেমনঃ কবিরাজ, কৃতদার, অকৃতদার, ঢাকী ইত্যাদি।

❖ বাংলা ভাষায় বহু বিশেষ্য পদ রয়েছে যাদের কোনটিতে স্ত্রী- আবার কোনটিতে পুরুষবাচকতা বোঝায়।

❖ বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রী-বাচক শব্দের পরে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমনঃ অভাগী- অভাগিনী, ননদ-ননদিনী, গোপী-গোপিনী।

❖ ঈ, নি, নী, আনী, উন প্রত্যয় যোগ করে খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয়।

❖ পুরুষ-বাচক মব্দের দুটো করে স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ: দেবরননদ ও জা, ভাই-বোন ও ভাবী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষকপতড়বী, বন্ধ-বান্ধবী ও বন্ধপতড়বী, দাদা-দিদি ও বৌদি।

❖ বিদেশী স্ত্রীবাচক শব্দঃ খান-খানম, মরদ-জেনানা, সুলতানসুলতানা।

❖ নিত্য-স্ত্রীবাচক তৎসম শব্দঃ অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অন্তঃসত্ত্বা, অসুর্যম্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সমতড়বী।

❖ নিত্য স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ- ডাইনী, পেতড়বী, শাঁখচুনড়বী, সতীন, এয়ো, দাই।

❖ নিত্য পুরষ-বাচক শব্দের উদাহরণঃ কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, রাষ্ট্রপতি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

✳ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলীঃ

- সাধারণ পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত ☞ খোকা-খুকী।
- খাঁটি বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ মূলত ☞ দু'ভাগে বিভক্ত।
- পতি ও পতড়বীবাচক অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত ☞ আববা-আম্মা।
- উন-প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রী-বাচক শব্দ ☞ ঠাকুরুণ
- 'নী' প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রী-বাচক শব্দে অবজ্ঞা প্রকাশ পায় ☞ ডাক্তারনী, মাস্টারনী।
- স্ত্রী-বাচক শব্দের শেষে আবার স্ত্রী বাচক প্রত্যয় ব্যবহার করে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দ ☞ অভাগিনী, ননদিনী।
- নিত্য স্ত্রী-বাচক শব্দের দৃষ্টান্ত ☞ সতীন, সৎমা, দাই, সধবা। স্ত্রী পুরুষ উভয় বোঝায় যে শব্দ দ্বারা ☞ পাখি, শিশু, সন্তান।
- পুরুষবাচক শব্দের 'য' -ফলা লোপ পেয়ে স্ত্রী-বাচক শব্দে তৎপরিবর্তে বসে ☞ ঈ। উদাহরণ: মৎস্য-সৎসী।
- পুরুষ-বাচক শব্দের শেষে 'অক' থাকলে স্ত্রী বাচকতা বোঝাতে ☞ 'ইকা' হয়। উদাহরণ: বালক-বালিকা।
- পুরুষ-বাচক শব্দের শেষে 'অত' 'বান' থাকলে স্ত্রী বাচকতা বুঝাতে ব্যবহৃত হয় ☞ অতী, বতী। উদাহরণ, মহতী, গুণবতী
- হুজুর পুরুষবাচক শব্দটিকে স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তর করতে গেলে ☞ 'আইন প্রত্যয়' ব্যবহৃত হয়। যেমনঃ হুজুরাইন।
- বিশেষ নিয়মে স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ ☞ রাজা-রাণী, সম্রাটসম্রা জ্ঞাী, নর-নারী, বন্ধু-বান্ধবী, দেবর-জা, স্বামী-স্ত্রী, পতি-পতড়বী।
- ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ হলো ☞ নাটকনাটিকা, পুস্তক-পুস্তিকা।
- যে সব পুরুষবাচক শব্দের শেষে 'তা' রয়েছে, স্ত্রীবাচকবোঝাতে সেসব শব্দে হয় ☞ ত্রী। উদা - কর্তা-কর্ত্রী, শ্রোতা-শ্রোত্রী।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান

✷ ণ-ত্ব বিধান:

বাংলা ভাষার তৎসম শব্দে দন্ত্য-ন এর মূর্ধণ্য-ণ তে পরিবর্তন হওয়ার নিয়মসমূহকে ণ-ত্ব বিধান বলে।

✷ ণ - ত্ব বিধানের নিয়মাবলী

ক) ট-বর্গের পূর্বে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন, বণ্টন, লুণ্ঠন, খ- ইত্যাদি।

খ) ঋ, র, ষ- এই কয়টি বর্ণের পরে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়, যেমন- ঋণ, ঘৃণা, বর্ণ ইত্যাদি।

গ) যদি ঋ, র, ষ-এর পরে স্বরবর্ণ, ক-বর্গ, প-বর্গ, য, ব, হ অথবা অনুস্বার থাকে, তৎপরবর্তী দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়ে যায়। যেমন- কৃপণ, শ্রাবণ, হরিণ ইত্যাদি।

ঘ) প্র, পরা, পরি, নির-এই চারটি উপসর্গের এবং 'অন্তর' শব্দের পরে নদ্, নম্, নশ্, নহ্, নী এই কয়টি ধাতুর দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন, প্রণাম, পরিণাম, পরিণতি ইত্যাদি

ঙ) প্র, পরি, ইত্যাদির পর 'নি' উপসর্গের দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ হয়। যেমন, প্রণিপাত, প্রণিধান ইত্যাদি।

চ) কতকগুলি শব্দে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য-ণ হয়। যথা-কণা, গৌণ, নিপুণ, বাণিজ্য, লবণ, মণ, বেণু, কণিকা, কল্যাণ, মণি, বেণি, অণু, আপণ, বাণী, নিপুণ, পাণি, কোণ, পণ, বণিক, গুণ, গণনা, পণ্য, বাণ

ইত্যাদি।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

✯ ণ -ত্ব বিধানঃ- বিস্তারিত আলোচনা

✻ মূর্ধন্য --ণ লেখার নিয়ম:

তৎসম শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে দন্ত্য ন --এর মূর্ধন্য ণ হয়ে থাকে। দন্ত্য --ন --এর জায়গায় মূর্ধন্য --ণ হওয়ার এই নিয়মকে ণ --ত্ব বিধান বলা হয়।

যেমন : পরি + নাম = পরিণাম, পরি + নয় = পরিণয়।

এখানে লক্ষণীয় যে, নাম ও নয় এর দন্ত্য --ন মূর্ধন্য --ণ তে রূপান্তরিত হয়েছে। বাংলা বানানের নিয়মে ণ --ত্ব বিধান অনুসরণ করা হয়।

ণ --ত্ব বিধানের প্রধান নিয়মগুলো এখানে দেখানো হলো :

১. ঋ (ঋ --কার), র (র --ফলা, রেফ), ষ --এর পর মূর্ধণ্য ণ হয়। যেমন :

ঋণ ক্ষরণ আকীর্ণ কৃষাণ ঋণী উচ্চারণ জীর্ণ কর্ষণ

ঘৃণা দারুণ পূর্ণিমা ভূষণ তৃণ চারণ শীর্ণ বিকর্ষণ

'ক' ও 'ষ' যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন ক্ষ হয়। এই যুক্তব্যঞ্জনে মূর্ধন্য ষ আছে বলে ক্ষ --এর পরে ন --ধ্বনি থাকলে তা মূর্ধন্য ণ হয়।

যেমন : ক্ষণ, দক্ষিণ, ক্ষুণ্ণ, দূরবীক্ষণ, প্রশিক্ষণ, রক্ষণ।

২. ট --বর্গ (ট ঠ ড ঢ) --এর পূর্বে যুক্ত দন্ত্য --ন মূর্ধন্য --ণ হয়। যেমন :

কণ্টক অকুণ্ঠিত মন্ডলি বণ্টিত ঘণ্টা উৎকণ্ঠা প্রচন্ড কণ্ঠাস্থি

নিষ্কণ্টক ভুলুণ্ঠিত গন্ড অকালকুষ্মান্ড

৩. ঋ (ঋ --কার), র (র --ফলা, রেফ), ষ --এর পর যদি স্বরবর্ণ, ক --বর্গ (ক খ গ ঘ ঙ), প -বর্গ (প ফ ব ভম) এবং য য় হ ং --এই সব অনুকূল বর্ণের এক বা একাধিক বর্ণ থাকে, তবে তার পরে দন্ত্য --ন থাকলে তা মূর্ধন্য --ণ হয়। যেমন:

কৃপণ প্রবণ প্রাঙ্গণ নিরূপণ দর্পণ চর্বণ সর্বাঙ্গীণ দ্রবণ

সমর্পণ শ্রাবণ গ্রহণ ক্ষেপণ নির্মাণ রোপণ শ্রাবণ ব্রাহ্মণ

উপরের নিয়ম অনুযায়ী আয়ন শব্দটি থাকলে আয়ন শব্দের দন্ত্য --ন পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য --ণ হয়।

যেমন: উত্তরায়ণ চন্দ্রায়ণ পরায়ণ রবীন্দ্রায়ণ

সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মে কিছু সাধিত শব্দে এসব বিধান কার্যকর হয় না।

ফলে ঐ ধরনের তৎসম শব্দে দন্ত্য --ন বহাল থাকে।

যেমন:

অগ্রনায়ক ছাত্রীনিবাস নির্নিমেষ হরিনাম ত্রিনেত্র বহির্গমন প্রনষ্ট পরান্ন দুর্নীতি

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

৪. প্র, পরি, পরা, নির্ --এ চারটি উপসর্গের পর দন্ত্য --ন মূর্ধণ্য --ণ হয়।

যেমন:

পরিণত পরিবহণ প্রণত প্রণিপাত পরিণতি নির্ণয় প্রণয় প্রণীত

প্রবীণ নির্ণীত প্রবণ প্রণিধান

ব্যতিক্রম : পরিনির্বাণ, নির্নিমেষ, প্রঘণ্ট। পরিবহন বানানও শুদ্ধ। অপর, পরা, পূর্ব, প্র --এই কটি পূর্বপদের পর অহ্ন শব্দ ণত্ব বিধান অনুসারে দন্ত্য ন :--এর জায়গায় মূর্ধণ্য ণ হয়। যেমন :

প্র অপ ,প্রাহ্ণ + অহ্ন +র ,অপরাহ্ণ = অহ্ন +

পরা + অহ্ন = পরাহ্ণ, পূর্ব + অহ্ন = পূর্বাহ্ণ।

৫. সংস্কৃত ভাষায় দীর্ঘকাল থেকে কিছু শব্দে মূর্ধন্য --ণ চলে আসছে। এ সব তৎসম শব্দে নিত্য মূর্ধন্য --ণ হয়।

যেমন:

অণু গণনা তৃণ আণবিক গণিত বাণ কণা গৌণ গণক জীবাণু স্থাণু বেণু

৬. বাংলা ভাষায় মূল সংস্কৃত (তৎসম) শব্দের মত সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপেরও ব্যবহার প্রচলিত আছে। এ ধরনের শব্দকে তদ্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দ বলা হয়। এ ধরনের শব্দের মূল সংস্কৃত বানানের মূর্ধন্য --ণ এর জায়গায় দন্ত্য ন হবে। যেমন :

তৎসম তদ্ভব তৎসম তদ্ভব এক্ষণ এখন কর্ণ কান

কোণ কোনো গৃহিণী গিন্নি প্রণাম পেন্নাম ঘৃণা ঘেন্না

৭. বিদেশি শব্দে মূর্ধন্য --ণ ব্যবহৃত হয় না। যেমন : ইরান, তুরান, জার্মান, কোরান। বিদেশি শব্দে ট --বর্গের নিয়মও অকার্যকর। যেমন :

অ্যাকসিডেন্ট কন্ট্রোল এজেন্ট ক্যান্টিন পেশেন্ট সিমেন্ট

৮. ত বর্গ (ত থ দ ধ ন) --এর পূর্বে যুক্ত দন্ত্য --ন মূর্ধন্য --ণ হয় না।

যেমন বৃন্ত। ,বৃন্দ ,গ্রন্থ :

৯. সম্মানসূচক ক্রিয়াপদের শেষে মূর্ধন্য --ণ হয় না।

যেমন : করেন, ধরেন, করুন, ভরুন।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

✳ ষ-ত্ব বিধান:

বাংলা ভাষার তৎসম শব্দে দন্ত্য-ন মূর্ধন্য-ণ তে পরিবর্তন হওয়ার নিয়মসমূহকে ষ-ত্ব বিধান বলা হয়।

ষ-ত্ব বিধানের নিয়মাবলী

ক) ঋ-কারের পর মূর্ধন্য-ষ হয়, যথা-ঋষি, বৃষ ইত্যাদি।

খ) অ, আ ভিনড়ব স্বরবর্ণ ক এবং র এই সকল বর্ণের পরস্থিত প্রত্যয়াদির দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ হয়;
যথা-ভবিষ্যৎ, পরিষ্কার, মুমূর্ষু।

গ) 'ই'-কারান্ত এবং 'উ' কারান্ত উপসর্গের পরে কতকগুলি ধাতুর 'স'-'ষ' হয়;
যথা- অতিষ্ঠ, অনুষ্ঠান, নিষেধ, অভিষেক পরিষদ ইত্যাদি।

ঘ) নিঃ, দুঃ, বহিঃ, আবিঃ, চতুঃ, প্রাদুঃ-এই শব্দগুলির পর ক, খ, প, ফ থাকিলে বিসর্গ স্থানে 'মূর্ধন্য-ষ হয়,
যথা- নিঃ+কাম>নিষ্কাম; দুঃ+কর>দুষ্কর ইত্যাদি।

ঙ) সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার বা উ-কার এর পর ক/ফ/প/ফ/-এর যে কোনটি থাকলে বিসর্গ-স্থানে /ষ্/ হয়।
যেমন- চতুঃ + কোণ = চতুষ্কোণ, নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ।

চ) নিচের শব্দগুলিতে স্বভাবতঃই মূর্ধন্য-ষ হয়;
যথা- অভিলাষ, আষাঢ়, উষা, ঔষধ, কলুষ, কোষ, ষোড়শ, সুসুপ্তি, বিষম, বিষয়, পাষ-, ভাষা, ভাষণ, মানুষ, পৌষ, সরিষা, ষোড়শ, ভূষণ, সুষম, শোষণ, ষড়যন্ত্র, ইত্যাদি।

ষ-ত্ব বিধানঃ- বিস্তারিত আলোচনা

মূর্ধন্য-ষ লেখার নিয়ম:

ব্যাকরণের যে নিয়মানুযায়ী দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ তে রূপান্তরিত হয়, সে নিয়ম সমূহকে ষত্ব বিধান বলা হয়। যেমন : সু + সম = সুষম, বি + সম = বিষম। এখানে 'সম' শব্দটি দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ তে পরিবর্তিত হয়েছে।

বাংলা বানানের নিয়মে ষত্ব বিধান অনুসরণ করা হয়।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ষ-ত্ব বিধানের নিয়ম সমূহঃ-

১. তৎসম শব্দে ঋ কিংবা ঋ-কারের পর বানানে মূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন : ঋষভ কৃষক বর্ষ তৃষা ঋষি কৃষাণ কৃষ্ণ তৃষ্ণা

২. র-ধ্বনি রেফ-এর রূপ নিয়ে কোন ব্যঞ্জনবর্ণের মাথায় বসলে ঐ ব্যঞ্জনের পরের দন্ত্য-স দূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন : আকর্ষণ বর্ষ পর্ষদ হর্ষ মুমূর্ষু সপ্তর্ষি বমর্ষ শতবার্ষিক

৩. সন্ধিবন্ধ, সমাসবদ্ধ শব্দের পূর্বপদে ই. উ, ঋ ও থাকে এবং পরপদে দন্ত-স থাকে, তাহলে দন্ত্য-স মূর্ধন্য-ষ-তে পরিবর্তিত হয়।

যেমন : প্রতি + স্থান = প্রতিষ্ঠান যুধি + স্থির + যুধিষ্ঠির

৪. ক. অ, আ ছাড়া অন্য স্বরবর্ণ এবং ক, র-এই সব বর্ণের পর যুক্ত প্রত্যয়ের 'দন্ত্য-স পরিবর্তিত হয়ে মূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন : চিকির্ + সা > চিকির্ষা সু + সম > সু + সম > সুষম বি + সম > বিষম

আরো কিছু উদাহরণ : জিগীর্ষু, মুমূর্ষু, শুশূষ, কল্যণীয়েষু, প্রীতিভাজনেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রিয়বরেষু সম্ভাষণসূচক

স্ত্রীবাচক শব্দে আ থাকে সেই জন্য প্রত্যয়ের 'স' পরিবর্তিত হয় না।

যেমন : কল্যাণীয়া + সু = কল্যাণীয়াসু; এরকম- সুচরিতাসু, পূজনীয়াসু।

ই/উ-কারান্ত উপসর্গ (অতি নি পরি প্রতি বি-ই-কারান্ত উপসর্গ এবং অনু সু-উ-কারান্ত উপসর্গ)-এর সাথে যুক্ত কিছু ধাতুর দন্ত্য-স এর বদলে মূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন : অভি + সঙ্গ / সেক = অভিষঙ্গ, অভিষেক নিঃ+ সঙ্গ / সাদ = নিঃষঙ্গ, নিষাদ

প্রতি + সেধক = প্রতিষেধক বি + সন্ন/সম = বিষণ্ণ, বিষম, অনু + সঙ্গ = অনুষঙ্গ সু + সম / সুপ্ত = সুষম, সুষুপ্ত

৫. সন্ধিতে বিসর্গযুক্ত ই-কার কিংবা উ-কার (নিঃ, আবিঃ, পরিঃ, বহিঃ, দুঃ প্রভৃতি)-এর পর ক খ প ফ-এর যে কোনটি থাকলে বিসর্গের জায়গায় মূর্ধন্য-ষ হয়।

যেমন : নিঃ + পাপ = নিষ্পাপ আবিঃ + কার = আবিষ্কার নিঃ + পেষণ = নিষ্পেষণ বহিঃ + কৃত = বহিষ্কৃত

দুঃ + কর = দুষ্কর চতুঃ + পদ = চতুষ্পদ আয়ুঃ + কাল = আয়ুষ্কাল ভ্রাতুঃ + পদ = ভ্রাতুষ্পদ

৬. ট ও ঠ বর্ণের পূর্বে মূর্ধণ্য ষ্ হয়। যেমন : অদৃষ্ট আবেষ্টনী অনাসৃষ্টি ইষ্ট উষ্ট্র নিকৃষ্ট নষ্ট ষষ্টি

৭. সংস্কৃত ভাষায় আদিকাল থেকে কিছু শব্দে মূর্ধন্য-ষ চলে আসছে। এ সব শব্দের বানানে নিত্য মূর্ধন্য ষ হয়।

যেমন : অভিলাষ গ্রীষ্ম আষাঢ় ঘোষণা ঈষৎ তুষ উষ্মা পাষাণ

৮. সংস্কৃত 'সাৎ' প্রত্যয়যুক্ত শব্দে মূর্ধন্য-ষ হয় না। যেমন : অগ্নিসাৎ, ধূলিসাৎ ইত্যাদি।

৯. বিদেশি শব্দের বানানে মূর্ধন্য -ষ ব্যবহৃত হয় না। এ সব শব্দে দন্ত্য-স লিখতে হবে।

যেমন: স্টেশন স্ট্যান্ট রেজিস্টেশন ডাস্টার মাস্টার স্টুয়ার্ড স্টার পোস্টার

লিস্ট পোস্টমাস্টার মিস্টার স্টিকার ব্যারিস্টার ফরেস্ট স্টেডিয়াম স্ট্যাচু

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

ব্যতিক্রমঃ

- সাৎ প্রত্যয় যুক্ত হলে দন্ত্য-স হয় মূর্ধন্য-ষ হয় না। যথা- ভূমিসাৎ, ধূলিসাৎ।
- খাঁটি বাংলা ও বিদেশী শব্দে 'ষ' হয় না। যথা- টেক্স, পুলিশ, জিনিস, স্টেশন ইত্যাদি।

অনুশীলনী

নিম্নলিখিত শব্দগুলোর বাংলা বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা কর। কুরআণ, লবন, নশট, পুরষ্কার, সুসম, আনুসঙ্গিক, ষ্টেশন, স্কুল, পোষাক, জার্মাণ, দুর্ণাম, পরিস্কার।

ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধানের ব্যতিক্র মসমূহ:

- *বাংলা ক্রিয়াপদের অন্তঃস্থিত* 'ন', 'ণ' হয় না। যথা- করেন, পরেন, ধরেন, হইবেন ইত্যাদি।
- ত-বর্গযুক্ত বর্ণে দন্ত্য-ন হয় মূর্ধন্য-ণ হয় না। যথা-বৃন্ত, বৃন্দ, গ্রন্থ।
- বিদেশী শব্দে দন্ত্য-ন হয় মূর্ধন্য-ণ হয় না। যথা-কোরান, জার্মান, নিশান ইত্যাদি।
- যুক্ত ব্যঞ্জনে 'ত' বর্গের পূর্বে 'ন' হয়। যেমন- বরেন্দ্র, নরেন্দ্র।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

★পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ

★ তথ্য কণিকা:

★ খাঁটি বাংলায় পুরুষ ও স্ত্রী-বাচক শব্দ মূলত → ২ভাগে বিভক্ত।

★ পতি ও পত্নীবাচক অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত → মা- বাবা, ভাই-ভাবি।

★ সাধারণ পুরুষ বা স্ত্রী জাতীয় অর্থে গঠিত পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত → বালক-বালিকা, খোকা-খুকি।

★ 'ন'-প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রী-বাচক শব্দ→ ঠাকুর-ঠাকুরণ

★ 'নী'-প্রত্যয় যোগে গঠিত স্ত্রী-বাচক শব্দের অবজ্ঞা প্রকাশ পায়→ডাক্তার-ডাক্তারনী, জমিদার-জমিদারনী, মাস্টার-মাস্টারনী।

★ স্ত্রী-বাচক শব্দের শেষে আবার স্ত্রী-বাচক প্রত্যয় ব্যবহার করে গঠিত স্ত্রীবাচক শব্দের দৃষ্টান্ত→ -অভাগী-অভাগিনী।

★ 'আনী'-প্রত্যয় যোগে গঠিত শব্দ স্ত্রী-বাচকতা না বুঝিয়ে অন্য অর্থ বোঝায় →- অরণ্য-অরণ্যানী।

★ পুরুষ-বাচক শব্দের শেষে 'অক' থাকলে স্ত্রী বাচকতা বুঝাতে তা কি হয়- ইকা। →যেমন- নায়ক-নায়িকা।

★ ক্ষুদ্রার্থে 'ইকা' প্রত্যয় যুক্ত করে স্ত্রীবাচক শব্দ -→ নাটক-নাটিকা

★ পুরুষ-বাচক শব্দের 'য' -ফলা লোপ পেয়ে স্ত্রী-বাচক শব্দে তৎপরিবর্তে কী বসে - ঈ-কার। →যেমন- মৎস্য-মৎসী।

★ পুরুষ-বাচক শব্দের শেষে 'অত' 'বান' থাকলে স্ত্রী-বাচকতা বুঝাতে তা হয়- অতী, বতী। →যেমন- মহৎ-মহতী, দয়াবান-দয়াবতী।

★ হুজুর পুরুষবাচক শব্দটিকে স্ত্রীবাচক শব্দে রূপান্তর করতে গেলে প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় → আইন।

★ খাঁটি বাংলা স্ত্রীবাচক শব্দ গঠন করা হয় → ঈ, নি, নী, আনী, ন প্রত্যয় যোগ করে।

★ বাংলায় কতগুলো তৎসম স্ত্রী-বাচক শব্দের পরে → স্ত্রীবাচক প্রত্যয় যুক্ত হয়। যেমন, অভাগী-অভাগিনী, ননদ-ননদিনী, গোপী-গোপিনী।

★ বিদেশী স্ত্রীবাচক শব্দ → খান-খানম, মরদ-জেনানা, সুলতান-সুলতানা।

★ পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ →জন, পাখি, শিশু, সন্তান, শিক্ষিত, গুরু।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

✯ পুরুষ-বাচক শব্দের দু'টো করে স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ →দেবর-ননদ ও জা, ভাই-বোন ও ভাবী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী ও শিক্ষিকা, বন্ধু-বান্ধবী ও বন্ধুপত্নী, দাদা-দিদি ও বৌদি।

✯ নিত্য পুরুষ-বাচক শব্দের উদাহরণ→কবিরাজ, ঢাকী, কৃতদার, রাষ্ট্রপতি।

✯ নিত্য-স্ত্রীবাচক শব্দের উদাহরণ → ডাইনী, পেত্নী, শাঁকচুন্নী, সতীন, এয়ো, দাই, সতীন, সৎমা, সধবা, অর্ধাঙ্গিনী, কুলটা, বিধবা, অন্তঃস্বত্ত্বা, অসূর্যস্পশ্যা, অরক্ষণীয়া, সপত্নী।

বিরাম

বিরাম : একটি বাক্যের অর্থ ঠিক মত বোঝানো জন্য বাক্যের মধ্যে এক কিংবা একাধিক জায়গায় কম বেশি থামার দরকার হয়।

এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো থামতেই হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরম।

বিরাম দুরকমের

(ক) ছেদ এবং

(খ) যতি।

নিচে ছেদ ও যতির বিষয়ে আলোচনা করা হলো :

ক. ছেদ : বাক্য বলার সময়, তার অর্থবোধ হওয়ার জন্য কতকগুলি পদের পর কম কিংবা বেশি বিরাম দেয়া হয়। এই বিরামকে

ছেদ বলা হয়। লিখিত বাক্যে এই বিরাম বোঝানোর জন্য ছেদচিহ্ন ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

খ. যতি : যতি অর্থ বিরাম বা ছেদ। কবিতার পঙ্ক্তিতে ছন্দের কারণে যে বিরাম তাকে বলা হয় যতি।

বিরাম চিহ্ন বা ছেদচিহ্ন : লিখিত বাক্যে ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যে সব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের

সাধারণ নাম ছেদ চিহ্ন বা বিরাম চিহ্ন। এ ছাড়া প্রশ্নসূচক কিংবা বিশ্বয়সূচক বাক্যে যে চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তাও ছেদ

চিহ্নের অন্তর্গত। বাংলায় প্রথমে দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (।।) ছাড়া অন্য কোন ছিদ চিহ্ন ছিল না।

পরে ইংরেজি থেকে অনেক ছেদচিহ্ন বাংলায় নেয়া হয়েছে।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

আকৃতি-	যতি-চিহ্নের নাম-	বিরতি কাল-পরিমাণ
,	কমা বা পাদচ্ছেদ	১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন
;	সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ	১ বলার দ্বিগুণ সময়
|	দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ	এক সেকেন্ড
?	জিজ্ঞাসা বা প্রশ্নবোধক চিহ্ন	এক সেকেন্ড
!	বিস্ময় (হর্ষ, বিষাদ) চিহ্ন	এক সেকেন্ড
:	কোলন	এক সেকেন্ড
:-	কোলন ড্যাস	এক সেকেন্ড
–	ড্যাস	এক সেকেন্ড
-	হাইফেন	থামার প্রয়োজন নেই
Õ	ইলেক বা লোপ চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
Ò Ó	উদ্ধরণ বা উদ্ধার বা	১(এক) উচ্চারণে যে সময় লাগে
( ), {}, [ ]	কোটেশন ব্রাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন	থামার প্রয়োজন নেই
Ö	ধাতুদ্যোতক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
<	পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
>	পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন	ব্যাকরণিক চিহ্ন
=	সমানবাচক বা সমস্ত বাচক	ব্যাকরণিক চিহ্ন

ছেদ চিহ্নকে দুটো শ্রেণীতে ফেলা যায় :

ক. প্রান্তিক ছেদ চিহ্ন অর্থাৎ বাক্য যেখানে হয় সেখানে দাঁড়ি, প্রশ্নচিহ্ন, দুই দাঁড়ি ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

খ. বাক্যন্তর্গত ছেদচিহ্ন অর্থাৎ যেখানে বাক্য শেষ হয় না সেখানে কমা, সেমিকোলন, কোলন, ড্যাশ, কোলনড্যাশ, হাইফেন, উর্ধ্বকমা, উধ্বৃতিচিহ্ন, বিকল্পচিহ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থী বন্ধুরা আসুন এবার আমরা যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করি।

১. কমা বা পদচ্ছেদ (,): বাক্যের যেখানে সামান্য বিরতি দরকার হয়, সেখানে কমা বসে। এক (১) সংখ্যাটি উচ্চারণ করতে যতটুকু সময় লাগে, কমা-চিহ্ন থাকলে ততটুকু থামতে হয়।

নিম্নের স্থানে সাধারণত কম (,) ব্যবহৃত হয়

২. এক জাতীয় কয়েকটি বিশেষ্য, বিশেষণ ক্রিয়াপদ এক সাথে বসলে সর্বশেষটির পূর্বে ‘এবং’, ‘বা’, ‘ও’ বসে। শেষের দুটি ছাড়া সব কয়টির পরে কমা বসাতে হয়;

যথা- বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর মধ্যে জাপান, ইটালী, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স ও অস্ট্রেলিয়া প্রধান।

৩. বাক্যে কয়েকটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে সব কয়টির পরে কম বসাতে হয়;

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

যথা- যদি তুমি আস, তাহলে আমি যাব।

৪. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে; যথা- শাওন, এদিকে এস।

৫. উদ্ধরণ চিহ্নের পূর্বে কমা বসে; যথা- শিমু বলল, "আজ আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাব না।"

৬. ঠিকানা লিখতে কমা ব্যবহার করতে হয়; যথা-এস.এস.এইচ.এল, বাউবি, গাজীপুর-১৭০৫

৭. তারিখ লিখতে মাসের নামের পরে কমা বসাতে হয়; যথা-১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১।

৮. সেমিকোলন বা অর্ধচ্ছেদ (;) : যেখানে 'কমা' অপেক্ষা বেশি সময় বিরতির দরকার হয়, সেখানে সেমিকোলন ব্যবহৃত হয়। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি খন্ডবাক্যের মাঝখানে সেমিকোলন (;) বসে।
যথা- শাপলার মত শিমুও ভাল ছাত্রী। কিন্তু শিমুর ব্যবহার খারাপ; তাই লোকের নিকট তার আদর নেই।

৯. দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ (।) : যেখানে বাক্য সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়। দাঁড়ি প্রাচীনকাল থেকেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে; যথা-শীতকালে বাংলাদেশের আবহাওয়া শুস্ক থাকে।

১০. প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?) : কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন বসাতে হয়।
যথা-তোমার নাম কি? সে কি খাবে?
১১. বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) : যেখানে ভয়, বিস্ময়, হর্ষ, বিষাদ, ঘৃণা প্রভৃতি প্রকাশ পায়, সেখানে বিস্ময়সূচক চিহ্নের ব্যবহার হয়। যথা হায়, অহো, আহা, ছি প্রভৃতি অব্যয়ের পর এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
১২. -আহা! কি চমৎকার দৃশ্য!

১৩. কোলন (:) : এক বিষয় থেকে অপর বিষয়ের প্রয়োগ, পূর্ব কথার নতুন অবস্থা ইত্যাদির জন্য এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
যথা-সভায় সিদ্ধান্ত হলো : এক মাস পর নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
১৪. ড্যাশ (-) : যৌগিক ও মিশ্র বাক্যে পৃথকভাবাপন্ন দুই বা ততোধিক বাক্যের যোগযোগ বোঝাতে ড্যাশ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়।
যথা-তোমরা অশিক্ষিতদের শিক্ষিত করে তোল-এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে।

১৫. কোলন ড্যাশ (ঃ-) : উদাহরণ বা দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করলে অথবা স্পষ্ট কোন কিছু নির্ধারণ করলে কোলন ড্যাশ ব্যবহার হয়।
যথা-ইসলামের পঞ্চভিত্তি ঃ- কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত।

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

১৬. হাইফেন (-): দুই বা ততোধিক পদ সমাসবদ্ধভাবে একপদীরূপে একত্রে সংযোগের জন্য পদের মধ্যে হাইফেন ব্রবহার করা হয়।

যথা-পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, মাতা-পিতা।

১৭. কোটেশন বা উদ্বৃতি (“ ”) : কারও উক্তি প্রকাশ করতে অথবা ুদ্বৃতাংশ বোঝাতে কোটেশন বা উদ্বৃতি ব্যবহার হয়।

যথা-সে বলল, “আমি আজ সিঙ্গাপুর যাচ্ছি।”

১৮. ব্র্যাকেট বা বন্ধনী চিহ্ন () , { }, [ ] : এই তিনটি চিহ্নটি গণিত শাস্ত্রে ব্যবহৃত হয়। তবে প্রথম বন্ধনীটি বিশেষ ব্যাখ্যামূলক অর্থে সাহিত্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন- নদীয়ায় (বর্তমানে কুষ্টিয়া) তিনি জন্মগ্রহণ করেন।

১৯. বিন্দু (.) : ইংরেজি সংক্ষিপ্ত নামের বাংলা প্রতিবর্ণিতরূপে বিন্দু ব্যবহৃত হয়। যথা-স্কুল অব সোশ্যাল সায়েন্স, হিউম্যানিটিজ এন্ড ল্যাংগুয়েজ-এর ইংরেজি সংক্ষিপ্ত রূপ (ঝঝঐখ)-এর বাংলা প্রতিবর্ণিতরূ (এসএসএইচএল)।

যেমন : এসএসএইচএল-এ বিন্দুর যে ব্যবহার তা হলো। এস.এস.এইচ.এল।শিক্ষার্থী বন্ধুরা উপরের যতিচিহ্ন ছাড়াও ব্যাকরণিক চিহ্ন আছে।

২০. ধাতু বোঝাতে (□) চিহ্ন : □যা=যা ধাতু।

২১. পরবর্তী শব্দ থাকে উৎপন্ন বোঝাতে (<) চিহ্নঃ জাঁদরেল <জেনারেল।

২২. পূর্ববর্তী শব্দ থেকে উৎপন্ন বোঝাতে (>) চিহ্নঃ রাঁধনা>রান্না।

২৩. সমান বা সমস্তবাচক বোঝাতে সমান (=) চিহ্নঃ পিতা ও মাতা = পিতা মাতা।

→ বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট ভাবে বোঝবার জন্য বাক্যের মধ্যে বা বাক্যের সমাপ্তিতে কিংবা বাক্যে আবেগ, জিজ্ঞাসা ইত্যাদি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে বাক্য-গঠনে যে ভাবে বিরতি দিতে হয় এবং লেখার সময় বাক্যের মধ্যে তা দেখাবার জন্য যে সব সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা

হয়, তা-ই যতি বা বিরাম বা ছেদ-চিহ্ন।

→ ছেদ দ্বারা বাক্যের অর্থ বিভাগ ও শ্বাস বিভাগ বুঝা যায়। অর্থ অনুসারে উচ্চারণ, বিরাম, প্রত্যক্ষ উক্তি প্রভৃতি বুঝাতে ছেদ চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। ছেদ অর্থ ধ্বনির ছেদ বা স্তব্ধতা, যখন বাগযন্ত্রের ক্রিয়া আর থাকে না।

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd

→ ছেদ দীর্ঘ হলে তাকে পূর্ণচ্ছেদ বলে, স্বল্পকালব্যাপী হলে তাকে উপচ্ছেদ বলে। সংস্কৃতে পূর্ণচ্ছেদ ভিনণ অন্য কোন বিরাম চিহ্ন ছিল না। বাংলা ভাষায় ইংরেজি হতে অপর চিহ্ন গুলো গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ চিহ্ন কয়েকটির ইংরেজি নাম রয়ে গিয়েছে।

→ সংখ্যা শব্দের অর্থ গণনা বা গণনা দ্বারা লব্ধ ধারণা। সংখ্যা গণনার মূল একক হল- এক। সংখ্যাবাচক শব্দকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে -যেসব শব্দ দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী প্রভৃতি সম্বন্ধে গণনালব্ধ কোন ধারণা, অথবা তারিখ বা সময় নির্ণয় করা যায় তাদেরকে সংখ্যাবাচক শব্দ বলে।

সংখ্যাবাচক শব্দ চার প্রকার। যেমন-

১। অঙ্কবাচক,

২। পরিমাণ বা গণনাবাচক,

৩। ক্রম বা পূরণবাচক এবং

৪। তারিখবাচক।

১। অঙ্কবাচক : পাঁচ টাকা বলতে আমরা পাঁচটি একক টাকার সমষ্টি বুঝি। অর্থাৎ এখানে গণনার একক হল এক। এক + এক + এক + এক + এক পাঁচ। এরূপভাবে আমরা এক থেকে যত খুশী গণনা করতে পারি। কিন্তু আমাদের গণনার ফলাফল আমরা নিম্নোক্ত অঙ্কগুলোর সাহায্যে লিপিবদ্ধ করি।

যেমন- ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০- এই অঙ্কগুলোর সাহায্যে গণনা করতে পারি এবং লিখতেও পারি। যেসব শব্দ এরূপ অঙ্ক প্রকাশে সমষ্টিগত ধারণা দেয়, তাঁদেরকে অঙ্কবাচক সংখ্যা বলে।

২। পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা : যে সকল শব্দে কোন বস্তুর গণনা ও পরিমাণবোধক ধারণা পাওয়া যায় সেগুলোকে পরিমাণবাচক শব্দ বলে। অর্থাৎ একাধিকবার একই একক গণনা করলে যে সমষ্টি ও পরিমাণ পাওয়া যায় তাকে পরিমাণ বা গণনাবাচক সংখ্যা বলে। যেমন- দশ কেজি চিনি, পাঁচ লিটার তেল

ইত্যাদি। এখানে বস্তুগুলো হাতে বা মুখে গণনা করে পরিমাণ নির্ণয় করা হয়নি। বিভিন্ন এককের সাহায্যে ওজন বা পরিমাণ করে তা নির্ণয় করা হয়েছে। আবার 'সেতার' বলতে আমরা তিন তারের সমষ্টিকে বুঝে থাকি। এখানে 'তার' একটি একক। এরূপ তিনটি তার বা তিনটি একক মিলে হয়েছে সেতার।

পূর্ণসংখ্যার ন্যূনতা বা আধিক্য বাচক সংখ্যা :

(ক) ন্যূনতম :

১/২ = পূর্ণ সংখ্যার ২ ভাগের ১ ভাগ = অর্ধ বা আধা

১ /৩ = এক-তৃতীয়াংশ = পূর্ণসংখ্যার ৩ ভাগের ১ ভাগ = তেহাই

১/৪ = এক-চতুর্থাংশ = এক এককের চার ভাগের এক ভাগ = চৌথাই, সিকি বা পোয়া

১/৫ = এক-পঞ্চমাংশ = এক এককের পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

www.bcsourgoal.com.bd

৫/৮ = পাঁচ -অষ্টমাংশ = পূর্ণ সংখ্যার আটভাগের পাঁচ ভাগ।

(খ) অধিক :

সওয়া = ১*১/৪ (সোয়া এক)

দেড় = ১*১/২ = দ্বি-অর্ধ > দিয়ডঢ > দেড়।

আড়াই = ২*১/২ = অর্ধ-তৃতীয় > অডঢতিয় > আড়াই।

এরূপ

৩ *১/২ = সাড়ে তিন,

৪ *১/২ = সাড়ে চার

৫*১/২ = সাড়ে পাঁচ ইত্যাদি

৩। ক্রমবাচক সংখ্যা : একই সারি বা শ্রেণীতে অবস্থিত কোন ব্যক্তি বা বস্তুর সংখ্যার ক্রম বা নির্দিষ্ট অবস্থানের পর্যায় বোঝাতে যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে ক্রম বা পূরণবাচক শব্দ বলে। অর্থাৎ যে শব্দ কোন দল বা সারির নির্দিষ্ট স্থানের একটি মাত্র ব্যক্তি; বস্তু বা প্রাণীর
সংখ্যাকে শনাক্ত করে তাকে ক্রমবাচক সংখ্যা বলে। যেমন- প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, অষ্টম, নবম ইত্যাদি। তবে ক্রমবাচক সংখ্যাটি সব সময়ই একবচন হয়। ক্রমবাচক সংখ্যার বাক্যের প্রয়োগ : প্রথম লোকটিকে ডাক-এখানে গণনায় প্রথম লোকটিকে বোঝানো হয়েছে আবার, তৃতীয় লোকটি আমার বড় ভাই- এখানে গণনায় সারি বা দলের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির পরের ব্যক্তিকে বোঝানো হয়েছে।

৪। তারিখবাচক শব্দ : বাংলা বা ইংরেজি মাসের তারিখ বোঝাতে যে সংখ্যাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাকে তারিখবাচক শব্দ বরে। যেমন-পয়লা বৈশাখ, ১৪১০ সাল। তারিখবাচক সংখ্যার শেষে লা, রা, ঠা, ই শে যোগ করে সংক্ষেপে বাংলায় মাসের তারিখ লেখার পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন- ১লা
(পয়লা), ২০ (বিশে), ৫ই পাঁচই ইত্যাদি। তবে ইদানিংকালে এরূপভাবেও লেখা হয় ১ বৈশাখ ১৪১১, ২০ আগস্ট ২০০৫ ইত্যাদি।&তারিখবাচক, শব্দের ১ থেকে ৪ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রথম চারটি হিন্দি নিয়মানুযায়ী ব্যবহৃত হয়। বাকিগুলো বাংলায় নিজস্ব নিয়মে বা ভঙ্গিতে গঠিত।

নিচের ছকের সাহায্যে বাংলা অঙ্কবাচক, তারিখবাচক, গণনাবাচক ও পূরণবাচক সংখ্যাগুলো লিপিবদ্ধ করা হল-

অঙ্কবাচক	গণনাবাচক	পূরণবাচক	তারিখবাচক
1	এক	প্রথম	পয়লা
2	দুই	দ্বিতীয়	দোসরা

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

3	তিন	তৃতীয়	তেসরা
4	চার	চতুর্থ	চৌঠা
5	পাঁচ	পঞ্চম	পাঁচই
6	ছয়	ষষ্ঠ	ছয়ই
7	সাত	সপ্তম	সাতই
8	আট	অষ্টম	আটই
9	নয়	নবম	নয়ই
10	দশ	দশম	দশই
11	এগার	একাদশ	এগারই
12	বার	দ্বাদশ	বারই
13	তের	ত্রয়োদশ	তেরই
14	চৌদ্দ	চতুর্দশ	চৌদ্দই
15	পনের	পঞ্চদশ	পনেরই
16	ষোল	ষোড়শ	ষোলই
17	সতের	সপ্তদশ	সতেরই
18	আঠার	অষ্টাদশ	আঠারই
19	উনিশ	ঊনবিংশ	উনিশে
20	বিশ	বিংশ	বিশে
21	একুশ	একবিংশ	একুশে
22	বাইশ	দ্বাবিংশ	বাইশে
23	তেইশ	ত্রয়োবিংশ	তেইশে
24	চবিবশ	চতুর্বিংশ	চবিবশে
25	পঁচিশ	পঞ্চবিংশ	পঁচিশে
26	ছাবিবশ	ষড়বিংশ	ছাবিবশে
27	সাতাইশ	সপ্তবিংশ	সাতাশে
28	আঠাইশ	অষ্টাবিংশ	আঠাশে
29	ঊনত্রিশ	ঊনত্রিংশ	ঊনত্রিশে
30	ত্রিশ	ত্রিংশ	ত্রিশে
31	একত্রিশ	একত্রিংশ	একত্রিশে
32	বত্রিশ	দ্বাত্রিংশ ুু	ু
33	তেত্রিশ	ত্রয়ত্রিংশ ুু	ু
34	চৌত্রিশ	চতুত্রিংশ ুু	ু
35	পঁয়ত্রিশ	পঞ্চত্রিংশ ুু	ু
36	ছত্রিশ	ষটত্রিংশ ুু	ু
37	সাঁইত্রিশ	সপ্তত্রিংশ ুু	ু
38	আটত্রিশ	অষ্টাত্রিংশ ুু	ু

www.bcsourgoal.com.bd
www.bcsourgoal.com.bd

39	ঊনচলিশ	উনচত্বারিংশ	ুু ু
40	চলিশ	চত্বারিংশ	ুু ু

www.bcsourgoal.com.bd

www.bcsourgoal.com.bd